যায়যায়দিন

তারিখ 27 NOV 2006
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৭

এমবিবিএস ভর্তি

স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে হাই কোর্টের নির্দেশ

যাযাদি রিপোর্ট

এমবিবিএস ভর্তি প্রক্রিয়া আজ সোমবার শুনানি হওয়া পর্যন্ত স্থিতাবস্থা বজায় রাখার নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্টের হাই কোর্ট বিভাগ। গতকাল রবিবার বিচারপতি মোঃ আওলাদ আলী ও বিচারপতি মইনুল ইসলাম চৌধুরীর সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ স্বাস্থ্য সচিব, স্বাস্থ্য অধিদফতরের মহাপরিচালক, পরিচালক চিকিৎসা শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও জনশক্তি

স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

কলেজের অধ্যক্ষদের এ আদেশ দেন।

এদিকে ভর্তি পরীক্ষায় কৃতকার্য পরীক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকরা গতকাল এক প্রেস কনফারেন্সে বলেছেন, পরীক্ষার আগেই প্রশ্নপত্র পেয়ে নয় বরং মেধার ভিত্তিতে তারা ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। দুর্বল মেধাসম্পন্ন অকৃতকার্য পরীক্ষার্থীদের জন্য চান্সপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা ভোগান্তি পোহাতে পারেন না।

রিটের আবেদনকারীরা হলেন এমবিবিএস ভর্তি পরীক্ষা ২০০৬-০৭-এ অংশগ্রহণকারী ছাত্র. তানভীর আহমেদ; কাজী নাহিদা সুলতানা, হাসান মওদুদ, সাদিয়া নূজহাত ইলিন ও মোঃ ফয়সাল তালুকদার।

দুপুরে জাতীয় প্রেস ক্লাবে এ প্রেস কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। এতে অভিভাবকদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন পানি উন্নয়ন বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান মোয়াজ্জেম হোসেন, আসমা আক্তার প্রমুখ। কৃতকার্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন পল্লব, ঊর্মি, বুশরা, তামান্না প্রমুখ। এখানে বলা হয়, প্রশ্ন ফাস হলে এখন যারা আন্দোলন করছে তারা কেন থানায় জিডি করলো না কিংবা কর্তৃপক্ষকে কেন বিষয়টি জানালো না? এখন রেজাল্ট প্রকাশ হওয়ার পর তারা আন্দোলন করছে। কৃতকার্যরা অকৃতকার্যদের উদ্দেশে বলেন, প্রশ্ন ফাস হলে আপনারা প্রমাণ দেখান। কয়েকজন অকৃতকার্য পরীক্ষার্থীর জন্য দেশের এতো মেধাবী ছাত্রছাত্রী ভোগান্তি পোহাতে পারেন না। চরম অনিশ্চতায় ভুগছি। ইতিমধ্যে বুয়েটের ভর্তি পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। আমরা সেখানে অংশগ্রহণ করিনি। পরীক্ষার্থীরা দ্রুত তাদের ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু করার জন্য কর্তৃপক্ষকে আহ্বান জানান।

রিট আবেদনে বলা হয়, স্বাস্থ্য অধিদফতরের পরিচালক চিকিৎসা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও জনশক্তি উন্নয়ন প্রথমে গত ১০ নর্ভেম্বর এবং পরবর্তী সময় ১৭ নভেম্বর এমবিবিএস ২০০৬-০৭ কোর্সে ভর্তির বিজ্ঞপ্তি দেন। নির্ধারিত ১৭ নভেম্বর সকাল ১০টায় ভর্তি পরীক্ষা শুরু হওয়ার আট ঘণ্টা আগে ঢাকার কেএসপি ইন্টারন্যাশনাল নামে এক ফ্যাক্সের দোকান থেকে স্বাস্থ্য অধিদফতরের কর্মচারী ও বিভিন্ন কোচিং সেন্টারের মাধ্যমে রাত ২টা ৪২ থেকে ২টা ৪৫ মিনিট পর্যন্ত সাত পৃষ্টার প্রশ্নপত্র উত্তরসহ চট্টগ্রামের জনৈক রাজীবের কাছে পাঠায়। ফলে প্রশ্নপত্র ফাস হয়ে গেলে নিম্নমানের ছাত্ররা টাকার বিনিময়ে প্রশ্নপত্র সংগ্রহ করে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। ফলে উচ্চ মেধাসম্পন্ন ছাত্ররা পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়। রিট আবেদনে আরো উল্লেখ করা হয়, ০৫০১ নাম্বার রেজিস্ট্রেশনধারী এক ছাত্র একটি পরীক্ষা কেন্দ্র থেকে পরীক্ষা দিলেও সে ঢাকা খালেদা জিয়া মেডিকাল কলেজ, খুলনা মেডিকাল কলেজ, চট্টগ্রাম মেডিকাল কলেজ ও ঢাকা মেডিকাল কলেজ থেকে যোগ্য বিবেচিত হয়। রিট আবেদনকারীদের পক্ষে মামলা পরিচালনা করেন ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম ও হরিসাধন দেব এবং তাদের সহায়তা করেন